দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বরিশাল সিটি কলেজের পরিস্থিতি জটিল
গণছুটি নেয়া শিক্ষকদের শোকজ

॥ বরিশাল অফিস ॥

শিক্ষকদের রাজনীতির শিকার হয়ে বরিশাল সিটি কলেজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। মহৎ উদ্যোগ নিয়ে দিন-রাত শিক্ষাদানের জন্য ১৯৯০ সালে নগরীর প্রাণ কেন্দ্রে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর পর ৮/৯শ' ছাত্র-ছাত্রী সেখানে ভর্তি হয়। ৯১ ও ৯২ সালে এইচএসসি ও ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল ছিল সন্তোষজনক। তৎকালীন

অধ্যক্ষ এমএ আহেদকে সরিয়ে সেখানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ করা হয় মহানগর জামায়াতের আমীর মোয়াজ্জেম হোসেন হেলালকে। পরবর্তীতে অধ্যক্ষ করা হয় বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ খানকে। রাজনৈতিক বিবেচনায় ঐ কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান সাবেক এমপি মহিলা দল নেত্রী বিলকিস জাহান শিরীন। এমপি হওয়ার পর শিরীন কলেজের চাকরি ছেড়ে দেন। এক সময় নকল করার অবাধ সুযোগ দিয়ে ছাত্র-ত্রীদের কাছে কলেজটি আলোচিত-মালোচিত হয়ে উঠে। কলেজের রেজিস্ট্রেশন লেংকারির মাধ্যমে এক শিক্ষক হাতিয়ে ন বিপুল অংকের টাকা। কলেজ পরিচালনা মিটির কাছে ঐ কলেজের ৩৪ লাখ টাকার পলা ধরা পড়ে। ১৯৯৯ সালে দুর্নীতি ও কা আত্মসাতের অভিযোগে অধ্যক্ষ রশিদ নকে কলেজ থেকে সাসপেন্ড করা হয়। আত্মসাৎকৃত অর্থ জমা দিয়ে তাকে কলেজে নর্বহাল করার জন্য তদন্ত কমিটি সুপারিশ রলেও ১৯ লাখ টাকা বকেয়া রেখে তাকে নর্বহাল করা হয়। এর প্রতিবাদে কলেজের ৮ জন শিক্ষক গণছুটি নেন। রশিদ খানের ক্ষে রয়েছে ১১ জন শিক্ষক। উভয় গ্রুপের

শিক্ষকদের বিরোধকে কেন্দ্র করে কলেজে ছাত্র ভর্তি এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। কলেজে যোগদানকারী অধ্যক্ষ রশিদ খান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এখানে এখন ছাত্রের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। তার প্রতিপক্ষের শিক্ষকরা দাবি করেছেন এখনো সেখানে ২৫ থেকে ৩০ জন ছাত্র অধ্যয়নরত আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে শিক্ষক আছেন ৪০ জনের উপরে। আগামীকাল শুক্রবার রশিদ খানের চাকরির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ঐদিন বন্ধ থাকায় আজ বৃহস্পতিবারই তার চাকরির শেষ দিন। মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য তিনি শিক্ষকদের চাপ প্রয়োগ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেসব শিক্ষক ছুটি নিয়েছেন তাদের শোকজ করা হয়েছে বলে কলেজ সূত্র জানায়। ১৮ শিক্ষকের কেউ এখন পর্যন্ত শোকজ নোটিশ হাতে পাননি বলে ইত্তেফাককে জানান। এদিকে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক আজ বৃহস্পতিবার কলেজে জরুরী বৈঠক ডেকেছেন। রশিদ খানের প্রতিপক্ষ শিক্ষকরা ধারণা করছেন আজ অধ্যক্ষের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হতে পারে। চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে শিক্ষকরা মামলা দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন।